FEB. 16 2002

যুগান্তর

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৩

শাবিতে ছাত্রদলের অন্তর্দ্বন্দ্ব চরমে

সিলেট ব্যুরো

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে মহান একুশে পালনের কথা বলে ছাত্র সংসদের নেতৃত্বে থাকা ছাত্রদলের একাংশের উঠানো ৪০ হাজার টাকার তহবিলকে ঘিরে শাবি ছাত্রদলে অভ্যন্তরীণ কোন্দল চরমে। এ নিয়ে যেকোন মুহূর্তে সশস্ত্র সংঘর্ষ-হানাহানির আশঙ্কা রয়েছে। কতিপয় সদস্যের চাঁদাবাজিকে কোনভাবেই মেনে নিতে পারছে না ছাত্রদলের একাংশ। তারা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ ও

শাবি : পৃষ্ঠা : ১৫ কলাম : ৬

শাবি : চরম

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

ছাত্রদলের নেতা রফিকুল ইসলাম মিঠুর নেতৃত্বে ৪০ হাজার টাকার চেক উঠিয়ে নেয়া, ভিসিসহ শিক্ষকদের তালাবদ্ধ করে জিম্মি করা, কক্ষ ভাংচুর এবং দায়িত্বশীল শিক্ষকদের লাঞ্ছিত করায় তীব্র ক্ষোভ ও উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। একুশে পালনকে ইস্যু করে ৭৫ হাজার টাকা দাবি এবং চাপ প্রয়োগ করে ৪০ হাজার টাকার চেক উঠিয়ে নেয়াকে কেন্দ্র করে ছাত্রদলের আপসহীন এক পক্ষ ও চাঁদা আদায়কারীদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব চরম আকার ধারণ করেছে। সব কার্যকলাপকে নীতি ও আদর্শ বর্জিত আখ্যা দিয়ে আপসহীন ওই পক্ষটি প্রয়োজনে ছাত্রদল থেকে পদত্যাগ করে সরে দাঁড়ানোর আভাস দিয়েছে। শাবি ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক মোঃ জাবেদ আহমদ ও সিনিয়র সহ-সভাপতি আবু সালেক মোঃ ফাহিম চৌধুরী এক বিবৃতিতে বিশ্ববিদ্যালয়ে সংগঠিত চাঁদাবাজি, সন্ত্রাসী কার্যকলাপ এবং শিক্ষকদের লাঞ্ছিত করার ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে দায়ী ছাত্রদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেছেন।

চেক উঠানোর অভিযোগের ব্যাপারে শাবি ছাত্রদল সভাপতি কামরুল হাসান মিঠু এক বিবৃতিতে পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদের প্রতিবাদ করেছেন। তিনি বিবৃতিতে বলেছেন, প্রতিবছরের ন্যায় এবার শাকসু তার নিজস্ব নিয়মনীতির মধ্যদিয়ে মহান একুশে ফেব্রুয়ারি পালন করতে যাচ্ছে। শাকসু সদস্য ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের মধ্যে এই নিয়ে দ্বিমত বা বিভেদ থাকতে পারে। কিন্তু কিছু আওয়ামী পন্থী লোক এই ঘটনাকে ছাত্রদলের ওপর চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করছে। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের সঙ্গে শাকসুর কোনরূপ সম্পর্ক নেই। শাকসুর কোন কর্মকাণ্ডের জন্য ছাত্রদল দায়ী হতে পারে না।